হোয়াইট হাউস
তথ্য সচিবের দপ্তর

তাৎক্ষনিকভাবে প্রকাশের জন্য নভেম্বর ১০, ২০১০

প্রেসিডেন্ড বারাক ওবামা'র মন্তব্য
জাকার্তা

ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া

৯:৩০ এ. এম

প্রেসিডেন্টঃ *টারিমা কাসিহ্। তারিমা কাসিহ্*, অনেক ধন্যবাদ, ধন্যবাদ সবাইকে, *সালামাত পাগী।* (করতালি) এখানে, ইন্দোনেশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে আসাটা অত্যন্ত আনন্দদায়ক। শিক্ষক, কর্মচারী এবং ছাত্র-ছাত্রীগণ, এবং ডঃ গুমিলার রুসলিওয়া সোমানট্রি, আপনাদের আতেথিয়তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। (করতালি)

আসসালা-মুয়ালাইকুম ড্যান সালাম সেজাহ্তেরা। এই চমৎকার অভ্যর্থনা দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। জাকার্তার জনগনকে ধন্যবাদ এবং, ইন্দোনেশিয়ার জনগনকেও ধন্যবাদ।

পুলাং কামপুং নিহ্। (করতালি) ইন্দোনেশিয়ায় ফিরে আসতে পেরে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি, আর এই জন্য যে মিশেলও আমার সাথে আসতে পেরেছে। এবছর বার দুয়েক মিথ্যা যাত্রার পরও আমি অটল ছিলাম যে, যে দেশটি আমার কাছে এতটাই অর্থবহ সে দেশে আমাকে ভ্রমন করতেই হবে। দুর্ভাগ্যবসত, এই ভ্রমণটি অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য হয়েছে, কিন্তু আগামী এক বছরের মধ্যে ইন্দোনেশিয়া যখন পূর্ব এশিয়ার শীর্ষ বৈঠকের জন্য স্বাগতিক দেশ হবে তখন আবার ফিরে আসার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছি। (করতালি)

আমি আরও কিছু বলার পূর্বে, সাম্প্রতিক সুনামি এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে ইন্দোনেশিয়া'র যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন- বিশেষ করে যারা তাদের ভালবাসার জনদেরকে হারিয়েছেন, এবং যারা স্থানান্তরিত হয়েছেন তাদের জন্য আমি বলতে চাই যে আপনাদের কথা আমাদের অন্তরে এবং প্রার্থনায় আছে। আমি আপনাদের সবাইকে জানাতে চাই যে, সব সময়ের মতই, এই প্রাকৃতিক দূর্যোগে সাড়া দেয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, এবং প্রয়োজন মত সাহায্য করতে পারার জন্য আমরা আনন্দিত। যখন প্রতিবেশী সাহায্য করছে প্রতিবেশীকে এবং বাস্তুচ্যুতরা পরিবারগুলির মধ্যে জায়গা ক'রে নিতে পারছে, তখন আমি জানি ইন্দোনেশিয়ার জনগনের সেই শক্তি এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার গুণাবলী আবার আপনাদের এগুলি থেকে টেনে তুলে আনবে।

আমি একটি ছোট বিবৃতি দিয়ে শুরু করতে চাইঃ ইন্দোনেশিয়া বাজিয়ান দারি ডিডি সায়া। (করতালি) আমি প্রথম এই দেশে আসি যখন আমার মা লোলো সোটোরো নামের একজন ইন্দোনেশিয়ার লোককে বিবাহ করেছিলেন। এবং একজন তরুণ বালক হিসাবে – একজন বালক হিসাবে আমি একটি ভিন্ন জগতে এসে পড়েছিলাম। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ান জনগন অতি দ্রুত আমাকে আপন ঘরের স্বাচ্ছন্দ্যময় অনুভুতি এনে দেয়।

জাকার্তা - এখন, সেই দিনগুলোতে জাকার্তাকে বেশ অন্য রকম দেখাতো। গোটা শহরটি ভবনে দিয়ে ভরা ছিল যেগুলো মাত্র কয়েক তলার বেশি উঁচু ছিল না। সেটা ছিল ১৯৬৭, ৬৮ -তোমাদের অধিকাংশরই তখন জন্ম হয়নি।(হাসি) কয়েকটি মাত্র উঁচু ভবনের মধ্যে হোটেল ইন্দোনেশিয়া ছিল একটি বড় ভবন, এবং কেনাকাটা করার জন্য শুধু একটি মাত্র ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর ছিল যাকে বলা হত *সারিনাহ*। সবমিলিয়ে এই ছিল (করতালি) *বেতচাক* এবং *বেমোস* এগুলো দিয়েই আমরা ঘুরে বেড়াতাম। সেই দিনগুলোতে এই যানগুলি যন্ত্রচালিত যানের চাইতে সংখ্যায় বেশি ছিল। এবং আজ আপনাদের যে বড় মহাসড়কগুলো হয়েছে সেগুলো তখন ছিল না, অধিকাংশই আস্তরহীন রাস্তায় এবং *ক্যামপংগুলোতে গিয়ে পড়তে* হতো।

এরপর, আমরা *মেন্টেঙ্গ দালামে* চলে আসি, কোথায় - (করতালি) - হেই, *মেন্টেঙ্গ দালামের* কিছু কিছু বাসিন্দা এখানেই আছে। (করতালি) এবং, এখানে আমরা একটা ছোট বাড়িতে বসবাস করি, আমাদের বাড়ির সামনে একটা আম গাছ ছিল। এবং আমি, ঘুড়ি উড়াতে গিয়ে, ধান ক্ষেতের পাশ দিয়ে দৌড়ে, ফড়িং ধরার মধ্যে দিয়ে এবং রাস্তার পাশে দাড়ানো ছোট্ট দোকান থেকে *সাতায়* এবং *বাসো* কেনার মধ্যে দিয়ে ইন্দোনেশিয়াকে ভালোবাসতে শিখি।(করতালি) সেই রাস্তার পাশের দোকানির ডাকগুলো আমার আজও মনে পড়ে। *সাতায়!* (হাসি) এসব কিছুকে ছাপিয়ে, আমার মনে আছে মানুষগুলোকে -- সেইসব বৃদ্ধা এবং বৃদ্ধকে যারা হাঁসি মুখে আমাদেরকে স্বাগত জানিয়েছিল; সেইসব ছেলেমেয়েদেরকে, যারা বিদেশী শিশুকে প্রতিবেশীর মত এবং বন্ধুর মত আপন করে নিয়েছিল; এবং সেইসব শিক্ষকদেরকে যারা আমাকে এই দেশ সম্পর্কে জানতে সাহায্য করেছিল।

যেহেতু ইন্দোনেশিয়া গড়ে উঠেছে হাজার দ্বীপ, এবং শত শত ভাষা নিয়ে, এবং মানুষগুলো এসেছে বিভিন্ন অঞ্চল ও সাম্প্রদায়িক গোত্র থেকে, সেজন্য এইদেশে কাটান আমার সময়টা আমাকে সব মানুষের জন্য অভিন্ন মানবতাকে প্রসংশা করার ব্যাপারে সাহায্য করেছে। এবং যখন আমার সৎ বাবা অন্যান্য অনেক ইন্দোনেশিয়ানের মত একজন মুসলমান হিসাবে বড় হয়েছেন, তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে সব ধর্মই সন্মান পাবার যোগ্য। এবং এই পথ ধরেই -(করতালি) এই পথ ধরেই তিনি ইন্দোনেশিয়ার সংবিধানে ধর্মীয় সহনশীলতার উদ্দীপনার প্রতিফলনটি স্থাপন করেছিলেন, এবং সেটাই আজ এদেশকে ব্যাখ্যা করার উৎসাহব্যঞ্জক বৈশিষ্ট। (করতালি)

এখন, আমি এখানে চার বছর ছিলাম -- এটা ছিল সেই সময় যা আমার শৈশবকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল; এটা ছিল সেই সময় যেটা দেখেছিল আমার সুন্দর ছোট্ট বোন, মায়া'র জন্ম; আর, এটা ছিল এমন একটি সময় যা আমার মায়ের মনে এমন একটি ছাপ এঁকে দিয়েছিল যার ফলে আমার মা পরবর্তী ২০ বছর ইন্দোনেশিয়াতে বার বার ফিরে এসেছেন এখানে থাকার জন্য, কাজ করার জন্য এবং ভ্রমণের জন্য - তাঁর আবেগময় অনুভুতিকে তাড়া ক'রে ফিরেছেন ইন্দোনেশিয়ার গ্রামে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য তার সাধনার বাস্তবায়নের চেষ্টায়, বিশেষ করে নারী এবং বালিকাদের জন্য। এবং আমি এত বেশি সন্মাতি বোধ করেছি - (করতালি) আমি অত্যন্ত সন্মানিত বোধ করেছি যখন প্রেসিডেন্ট যুধোইয়ুনো গতরাতে রাষ্ট্রীয় ভোজের সময় আমাকে আমার মায়ের পক্ষ থেকে, যে কাজ তিনি করেছিলেন তার স্বীকৃতি স্বরুপ একটি পুরস্কার হস্তান্তর করেন। আজ যদি তিনি গর্বিত হতেন কারন সারা জীবনের জন্য আমার মা, ইন্দোনেশিয়া এবং তার জনগনকে তার হৃদয়ের কাছে ধরে রেখে ছিলেন। (করতালি)

আমি হাওয়াইতে ফিরে আসার জন্য বিমানে চড়ার পর থেকে গত চার দশকে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে। আপনারা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন -- অথবা আমার যে কোন সহপাঠী যারা আমাকে সেই সময়ে চিনত -- আমার মনে হয়না আমরা কেউই কল্পনা করতে পেরেছিলাম যে আমি কোন একদিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়ে

জাকার্তায় ফিরে আসব। (করতালি) এবং এদের মধ্যে খুব কমই আছেন যারা ইন্দোনেশিয়ার গত চার দশকের এই অসাধারণ ঘটনাটি কল্পনা করতে পারতেন।

যে জাকার্তাকে কোন একদিন আমি জানতাম তা আজ বৃদ্ধি পেয়ে ১ কোটি মানুষের শহরে পরিণত হয়েছে, সাথে উঠে এসেছে আকাশ ছোঁয়া সব ভবন যা হোটেল ইন্দোনেশিয়াকে ছোট করে দিয়েছে এবং সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে উন্নয়নের সফলতার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। একদা আমার ইন্দোনেশিয়ার বন্ধুদের সাথে আমি প্রায়শঃই মাঠে পানি মহিষ ও ছাগল নিয়ে দৌড়াতাম, --(হাসি) আর এখন ইন্দোনেশিয়ারএকটি নূতন প্রজন্ম বিশ্বে -- আর সবার চাইতে সবচেয়ে বেশি সেল ফোন এবং সামাজিক নেটওয়ার্ক দ্বারা -- সংযুক্ত হয়ে চলেছে। এবং যখন একদা ইন্দোনেশিয়া একটি নূতন জাতি হিসাবে অভ্যন্তরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করছিল, আর এখন একটি উন্নত ইন্দোনেশিয়া এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রধান ভূমিকা পালন ক'রে চলেছে। (করতালি)

এখন, এই পরিবর্তনটি রাজনীতি পর্যন্ত'ও প্রসারিত হচ্ছে। যখন আমার সৎ বাবা একজন বালক ছিলেন তখন তিনি তার বাবা এবং বড় ভাইকে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার যুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করার জন্য বাড়ি ছাড়তে দেখেছিলেন। অসংখ্য ইন্দোনেশিয়ার জনগন যারা তাদের এই মহান দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাদের স্মৃতিকে সম্মান দেখানোর জন্য এই বীরপুজ্য দিবসে আমি এখানে আসতে পেরে খুশী হয়েছি।

আমি যখন জাকার্তায় আসি, সেটা ছিল ১৯৬৭ সাল, এবং তখন ছিল এমন একটা সময়, যখন এই দেশের অনেক অংশে ছিল দ্বন্ধ ও যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা। এবং, যদিও আমার সৎ বাবা সামরিক বাহিনীতে কাজ করেছিলেন, সেই সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের এই সহিংসতা এবং হত্যার অধিকাংশই আমার অজানা ছিল, কারণ এই ব্যাপারে আমার ইন্দোনেশিয়ার পরিবারবর্গ এবং বন্ধুরা কোন আলোচনা করতোনা। ইন্দোনেশিয়ার অন্যান্য অনেক পরিবারের মত সেই সময়ের স্মৃতিগুলো আমার পরিবারেও এটা একটা অদৃশ্য উপস্থিতির মত ছিল। ইন্দোনেশির জনগন তাদের স্বাধীনতা পেয়েছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে তারা এই বিষয়গুলো নিয়ে তাদের ইচ্ছের কথা বলতে ভয় পেত।

তার পর থেকে, ইন্দোনেশিয়া একটি অসাধারণ গণতান্ত্রিক বিবর্তনের -- মাধ্যমে তাদের নিজেদের কর্ম পদ্ধতি এঁকে নিয়েছে - একটি বজ্র কঠিন কব্জির শাসন থেকে জনগনের শাসনে ফিরে এসেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, বিশ্ব আশা এবং সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছে ইন্দোনেশিয়া'র শান্তিপূর্নভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নেতাদের নির্বাচিত করার প্রক্রিয়াকে। এবং ঠিক যেমন আপনাদের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের এবং আইন প্রনয়নকারীরা আপনাদের গণতন্ত্রের প্রতীক হিসাবে বিরাজ করছে, একইভাবে আপনাদের এই গণতন্ত্রটি টিকে থাকার জন্য এটাকে সুরক্ষিত করা হয়েছে এটার ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমেঃ একটি বহুমুখি নাগরিক সমাজ; রাজনৈতিক দল এবং একতা গড়ে তোলার মাধ্যমে; একটি ছন্দময় প্রচার মাধ্যম এবং সম্পৃক্ত নাগরিক যারা নিশ্চিত করেছে যে -- ইন্দোনেশিয়াতে - গণতন্ত্র থেকে আর পিছনে ফিরে যাবার কোন উপায় নেই।

কিন্তু যদিও আমার তারুণ্যের এই ভূমিটি অনেক ভাবেই পরিবর্তিত হয়েছে, ইন্দোনেশিয়াকে ভালোবাসার জন্য আমি যে জিনিসগুলো শিখেছি - সহনশীলতার সেই উদ্দীপণা যেটা আপনাদের সংবিধানে লেখা আছে; যা আপনাদের মসজিদ, মন্দির এবং গীর্জায় একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে তারই প্রতীক হিসাবে বিরাজ করছে, এবং আপনাদের জনগনের মধ্য দিয়ে যার মুর্ত প্রকাশ ঘটে চলেছে- তা এখনও বেঁচে আছে। *ভিনেকা টুংগাল ইকা—*

বৈচিত্রের মধ্যে একতা। (করতালি) বিশ্বের কাছে ইন্দোনেশিয়ার উদাহরণের এটাই হলো ভিত্তি, এবং সেজন্যই একবিংশ শতাব্দীতে ইন্দোনেশিয়া সেরকম অংশে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করবে।

অতএব আজ, আমি ইন্দোনেশিয়ায় ফিরে এসেছি বন্ধু হিসাবে, কিন্ত একজন প্রেসিডেন্ট হিসাবেও এসেছি আমাদের দুই দেশের মধ্যে একটি গভীর ও দৃঢ় স্থায়ী অংশীদারিত্বমুলক সম্পর্ক অন্বেষণ করতে।(করতালি) বৃহৎ এবং বহু সম্প্রদায়ভুক্ত বৈচিত্রময় দেশের কারনে; প্রশান্ত মহাসাগরের উভয় পাশের প্রতিবেশী হিসাবে; এবং আর সব কিছুর উর্দ্ধে গণতন্ত্রের কারনে -- যুক্তরাষ্ট্র এবং ইন্দোনেশিয়া উভয়েই অভিন্ন স্বার্থ এবং অভিন্ন মূল্যবোধের বন্ধনে একত্রে বাঁধা।

গতকাল, প্রসিডেন্ট যধুয়ুনো এবং আমি যুক্তরাষ্ট্র এবং ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে একটি নূতন, সমন্বিত অংশীদারিত্বের ঘোষণা দিয়েছি। আমরা বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের সরকারের মধ্য বন্ধন বৃদ্ধি করছি, এবং - ঠিক যেমনটি একই গুরুত্ব দিয়ে - আমরা আমাদের জনগনের মধ্যে বন্ধন বৃদ্ধি করছি। এটা হচ্ছে সমতার সেই অংশীদারিত্ব,যার ভিত্তিটি প্রোথিত হয়েছে পারস্পরিক স্বার্থ এবং পারস্পরিক সম্মানের উপর।

আমার আজকের বাকি সময়টিতে, আমি আমার এই কাহিনীটি -আমি যখন থেকে এখানে থেকেছি ইন্দোনেশিয়ার সেই কাহিনীটি - কেন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এবং বিশ্বের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন –সে কথাটি বলতে চাই। আমি তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করবো যেগুলো একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত, এবং মানুষের অগ্রগতির জন্য মৌলিক বিষয় - উন্নতি, গণতন্ত্র, এবং ধর্মী বিশ্বাস।

প্রথমে, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইন্দোনেশিয়ার মধ্যকার বন্ধুত্বের সম্পর্কটি উন্নতির জন্য আমাদের পারস্পরিক স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

আমি যখন ইন্দোনেশিয়ায় আসি, তখন হয়ত এটা কল্পনা করা কঠিন হতো যে শিকাগো এবং জাকার্তার পরিবারগুলোর সমৃদ্ধি সংযুক্ত হতে পারে। যেহেতু আমাদের অর্থনীতি এখন বৈশ্বিক, আর ইন্দোনেশিয়ার জনগন এই বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রতিশ্রুতী এবং বিপক উভয় দিকই দেখেছেঃ ৯০'এর দশকের এশিয়ার অর্থনৈতিক সংকটের প্রচন্ড ধাক্কা থেকে এবং ব্যাবসা বাণিজ্যের কারনে লক্ষ লক্ষ মানুষেকে দারিদ্রতা বিমোচন ক'রে উঠিয়ে নিয়ে আসা। এর অর্থ কী - এবং সম্প্রতিক অর্থনৈতিক সমস্য থেকে আমরা যা শিখেছি - সেটা হলো পরস্পরের সফলতায় আমাদের অংশীদারিত্ব আছে। ।

ইন্দোনেশিয়ার যে অংশটি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সমৃদ্ধ হচ্ছে সেখানে আমেরিকার অংশ আছে, সমৃদ্ধির সাথে সাথে সেটা ইন্দোনেশিয়ার জনগনের মধ্যে বন্টন হচ্ছে - কারন এখানকার মধ্যবিত্তের উত্থান মানেই হলো আমাদের পণ্যের জন্য নূতন বাজার, ঠিক যেমনভাবে ইন্দোনেশিয়া থেকে আসা পণ্যের জন্য আমেরিকা আপনাদের একটি বাজার। সেজন্য আমরা ইন্দোনেশিয়াতে আরো বেশি বিনিয়োগ করছি, এবং, আমাদের রপ্তানি প্রায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, আমরা আমেরিকান ও ইন্দোনেশিয়ানদের জন্য দ্বার খুলে দিচ্ছি যাতে তারা একে অপরের সাথে ব্যবসা করতে পারে।

ইন্দোনেশিয়াতে আমেরিকার একটি অংশিদারিত্ব আছে যা বিশ্ব অর্থনীতিকে একটি কাঠামোতে আনার জন্য অধিকারসহ তাদের ভূমিকা পালন করতে দেয়। সেসব দিন চলে গেছে, যখন মাত্র সাত বা আটটি দেশে একত্রিত হয়ে বিশ্ব বাজারের দিক স্থির করত। সেজন্যই জি ২০'ই এখন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক

সহযোগিতার কেন্দ্রস্থল, যাতে নূতন আত্মপ্রকাশ করা ইন্দোনেশিয়ার মত দেশগুলো বিশ্ব অর্থনীতিতে নির্দেশনা দেয়ার জন্য সোচ্চার হতে পারে এবং আরও বড় দায়িত্ব পালন করতে পারে। এবং জি ২০'এর দূর্নীতি-দমন দলের নেতৃত্বের মাধ্যমে, স্বচ্চতা ও জবাদিহিতার উদাহরণ হয়ে ইন্দোশিয়া বিশ্ব মঞ্চের নেতৃত্ব দিবে ।(করতালি)

আমেরিকার ইন্দোনেশিয়ায় একটি অংশিদারিত্ব আছে যা দ্বারা টিকে থাকার মত উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, কারণ যেভাবে এই অগ্রগতিটি আসছে সেটাই আমাদের জীবনের মান এবং এই পৃথিবীটিকে স্বাস্থ সম্মত রাখার ব্যাপারে স্থির করবে। এবং, সেজন্যই আমরা বিশুদ্ধ শক্তির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছি যাতে তা দিয়ে শিল্পে শক্তির সঞ্চার করা যায় এবং ইন্দোনেশিয়ার বহুমুল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষাও করা যায় - এবং আমেরিকা, আপনাদের দেশের শক্তিশালী নেতৃত্বকে বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বৈশ্বিক প্রচেষ্টায় এগিয়ে আসতে স্বাগত জানায়।

সবকিছুর উর্ধ্বে, ইন্দোনিশেয়ার জনগনের এই সফলতায় আমেরিকার অংশিদারিত্ব আছে। দিনের এই শিরোনামের নিচে, আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের জনগনের মধ্য সেতু বন্ধন তৈরি করতে হবে, কারন আমাদের নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধিটি এখন অংশীদারির ভিত্তিক। এবং, আমাদের বিজ্ঞানী এবং গবেষণাকারীদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করে এবং নূতন উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে ঠিক সেই কাজটিই আমরা করছি--। এবং আমি বিশেষভাবে প্রীত যে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছি যে আমাদের যার যার দেশে পড়ালেখা করা আমেরিকান এবং ইন্দোনেশিয়ান ছাত্রদের সংখ্যা দ্বিগুণ করেছি। (করতালি) আমরা আমাদের আমেরিকান স্কুলগুলোতে আরও অধিক সংখ্যার ছাত্র চাই, এবং চাই আরও অধিক আমেরিকান ছাত্র-ছাত্রী এই দেশে এসে অধ্যয়ন করুক।(করতালি) এই নূতন শতাব্দিতে তরুণদের মধ্য বোঝাপড়া এবং বন্ধন যাতে আরও বৃদ্ধি পায়, আমরা সেব্যাপারে কঠোরভাবে চেষ্টা করতে চাই।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই বিষয়গুলো আসলেই গুরুত্ব বহন করে। প্রকৃত অর্থে, সমৃদ্ধি বলতে, শুধুমাত্র বৃদ্ধির হার, এবং জমা-খরচের খতিয়ানের সংখ্যাকেই বুঝায় না। এটা হচ্ছে একটি শিশু এই পৃথিবীতে পরিবর্তন আনার জন্য যে দক্ষতা দরকার তা শিখতে পারছে কিনা, সে সম্পর্কে। এটা হচ্ছে সেই সম্পর্কে যে, একটি ভাল ধারনা ব্যবসার বৃদ্ধির জন্য গ্রহণ করা হয়েছে, নাকি দূর্নীতি দ্বারা সেটাকে শ্বাসরুদ্ধ করা হয়েছে। এটা সেই সংক্রান্ত যেখানে সেই শক্তিগুলো যেগুলো জাকর্তাকে বদলে দিয়েছে- আমি আগে একসময়ে জানতাম - প্রযুক্তি এবং বাণিজ্য এবং জন প্রবাহ এবং পণ্যের সরবরাহ - যা সকল ইন্দোনেশিয়ানের জন্য সুন্দর জীবনটি বুঝিয়ে দেয়, সব মানুষের জন্য, একটি জীবন যা চিহ্নিত করা হয়েছে আত্মসন্মান এবং সুযোগ দ্বারা।

এখন এই ধরণের সমৃদ্ধিটি গনতন্ত্রের ভূমিকা থেকে অবিচ্ছিন্ন।
আজ, আমরা প্রায় শুনে থাকি যে, গণতন্ত্র অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ হয়ে দাড়িয়েছে। এটা কোন নূতন যুক্তি নয়। বিশেষ করে পরিবর্তনের সময় এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সময়, অনেকে হয়ত বলবেন সমৃদ্ধির পথে রাষ্ট্রের ক্ষমতায় যাবার জন্য জনগনের অধিকারটি বাণিজ্যের বিনিময়ে ছোট পথে যাওয়াটাই সহজ। কিন্তু আমি যখন ভারত সফর করলাম, আমি তা দেখিনি, এবং আমি এখানে, ইন্দোনেশিয়াতেও তা দেখিনা। আপনাদের এই অর্জনটি দেখিয়ে দেয় যে গনতন্ত্র এবং সমৃদ্ধি একে অপরকে সাহায্য করে।

যেমন, যেকোন গণতন্ত্রের পথেই আপনারা জেনে থাকবেন যে অঘটন ঘটেছে। আমেরিকার ক্ষেত্রেও তা আলাদা নয়। আমাদের নিজেদের সংবিধানও বলেছে আরও "নিখুত একতার" জন্য বারংবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে, এবং তখন থেকেই আমরা এই পথটি ধরেই চলেছি। আমরা ধৈর্যের সাথে গৃহযুদ্ধকে সহ্য করেছি, এবং আমরা আমাদের সকল নাগরিককে সম অধিকার দেয়ার জন্য কষ্ট করেছি। কিন্তু সংক্ষেপে বলতে গেলে এটাই সে প্রচেষ্টা যা আমাদেরকে আরও সমৃদ্ধশালী এবং শক্তিশালী হতে সুযোগ করে দিয়েছে, আরো সুযোগ করে দিয়েছে আরও ন্যায়, আরও মুক্ত সমাজ গড়তে।

অন্যান্য দেশের মত যারা গত শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে বের হয়ে এসেছে, ইন্দোনেশিয়াও আপনাদের ভাগ্যের গন্তব্য স্থির করার জন্য সংগ্রাম করেছে এবং ত্যাগ স্বীকার করেছিল। সেটাই হল এই বীর দিবসের সবকিছু – একটি ইন্দোনেশিয়া যা ইন্দোনেশিইয়ানদের জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনারা সিদ্ধান্তও নিয়েছেন যে স্বাধীনতার অর্থ এটা হতে পারে না যে, একটি ঔপনিবেশিকের শক্ত হাতকে নিজেদের একজন লৌহ মানবকে দিয়ে প্রতিস্থাপন করা।

অবশ্যই গণতন্ত্রের পথ বিশৃঙ্খলাপূর্ন। প্রত্যেকে প্রত্যাকটি নির্বাচনের ফলাফলকে পছন্দ করে না। আপনি আপনার উত্থান এবং পতনের ভেতর দিয়ে যাবেন। কিন্তু এই পথটি অর্থবহ, এবং এটা ব্যালট দেয়ার চাইতেও অনেক বেশি কিছু। এট একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানকে তার শক্তি পরীক্ষা করায় –শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে। এটা মুক্ত বাজারকে খুলে দেয় যাতে কোন ব্যক্তি উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে পারে। এটার জন্য একটি মুক্ত প্রচার মাধ্যম এবং স্বাধীণ বিচার ব্যবস্থার দরকার হয় যাতে অপব্যবহার দূর করা সম্ভব হয়, এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়। এটার জন্য একটি মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা এবং সক্রিয় নাগরিক দরকার হয় যাতে সমাজের বৈষম্য এবং অবিচারকে বিতারিত করা যায়।

এই শক্তিগুলোই ইন্দোনেশিয়াকে অগ্রসর করানোর কাজে চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করবে। এবং এর জন্য দরকার হবে দূর্নীতি সহ্য করাকে প্রত্যাখ্যান করা যা সুযোগের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, স্বচ্ছতার অঙ্গীকার যা প্রত্যেক ইন্দোনেশিয়ানকে তার সরকারের একটি অংশিদার করবে; এবং একটি বিশ্বাস যে ইন্দোনেশিয়ানদের স্বাধীণতা যার জন্য ইন্দোনেশিয়ানরা যুদ্ধ করেছে যা এই মহান জাতিকে একতাবদ্ধ রেখেছে।

সেটাই হচ্ছে সেই ইন্দোনেশিয়ানদের বার্তা যারা এই গণতান্ত্রিক গল্পটি তৈরি করেছে –যারা আজ থেকে ৫৫ বছর পূর্বে সুরাবায়ার যুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল; ১৯৯০ সালে যে সব চাত্র-ছাত্রী গণতন্ত্রের দাবিতে শান্তিপূর্নভাবে এগিয়ে গিয়েছিল, সেই নেতাদের জন্য যারা এই নূতন শতাব্দীতে সান্তিপূর্নভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি হয়েছিল। কারণ, শেষ পর্যন্ত, এটাই নাগরিকদের অধিকার হয়ে দাঁড়াবে যেটা এই অসাধারণ *নুসানটারা* যা *সাবাং* থেকে *মেরাউকি* পর্যন্ত বিস্তৃত এগুলোকে একসাথে গাঁথার। --(করতালি) – একটি বাধ্যতা যেখানে এদেশে জন্ম নেয়া প্রতিটি শিশুকে সমান দৃষ্টিতে দেখা হবে, তারা জাভা থেকেই আসুক কিংবা আচে থেকেই আসুক; বালি থেকেই আসুক কিংবা পাপুয়া থেকেই আসুক। (করতালি) যেখানে সকল ইন্দোনেশিয়ানের সমান অধিকার আছে।
এই প্রচেষ্টাটি সেই উদাহরণ পর্যন্ত বিস্তৃত যা ইন্দোনেশিয়ানরা এখন বিদেশেও স্থাপন করছে। ইন্দোনেশিয়া এখন উদ্যোগ নিচ্ছে বালির গণতন্ত্রের ফোরাম স্থাপন করার জন্য, একটি মুক্ত আলোচনার ক্ষেত্র যেখানে যেখানে দেশগুলো তাদের অভিজ্ঞতাগুলো ভাগাভাগি করতে পারবে এবং গণতন্ত্র লালন করতে সবচেয় ভাল চর্চাগুলোর কথা আলোচনা করতে পারবে। আশিয়ান'এর ভেতরে মানবাধিকাররের জন্য আরও মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য ইন্দোনেশিয়া প্রথমেই অবস্থান নিয়েছিল। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার জাতিগুলোর অবশ্যই তাদের নিজেদের ভাগ্য গড়ার অধিকার রাখে, এবং যুক্তরাষ্ট্র তাদের সেই অধিকারের দৃঢ় সমর্থক। কিন্তু দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার জনগনও অবশ্যই তাদের নিজেদের ভাগ্য গড়ার অধিকার রাখে। এবং সেজন্যই সম্প্রতি আমরা বার্মার নির্বাচনকে নিন্দা করেছি, এটা

নাছিল অবাদ, নাছিল নিরপেক্ষ। সেজন্যই আমরা আপনাদের সোচ্চার নাগরিক সমাজকে এই অন্চলের বিপরীতে প্রতিপক্ষের সাথে কাজ করে যাওয়ার জন্য সমর্থন দিয়ে যাচ্ছি। কারণ, কোন দেশের সীমান্তের ওপারে এসে মানবাধিকারের প্রতি সন্মান প্রদর্শন থেমে যাবার কোন কারন নেই।

হাতে হাত রাখা, সেটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের এবং উন্নয়নের সবকিছু - একটি প্রবণতা, যে কিছু কিছু মূল্যবোধ সার্বজনীন। স্বাধীনতা বিহীন সমৃদ্ধি আরেক ধরণের দারিদ্রতা। যেহেতু অনেক আশা-উদ্দীপনা আছে যেগুলো মানুষ ভাগাভাগি করে - এটা জানার স্বাধীনতা যে আপনার নেতার আপনার কাছে জবাদিহিতা আছে, এবং তাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করার জন্য আপনাকে বন্দি করা হবে না; শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ এবং নিজ মর্যাদার সাথে কাজ করতে পারা; কোন রকম ভয় ও সীবদ্ধতায় না থেকে নিজের বিশ্বাসের চর্চা করতে পারা। এইগুলো সার্বজনিন মূল্যবোধ, এগুলোকে অবশ্যই সব যায়গায় পালন করতে হবে।

এবার, ধর্ম হলো চূড়ান্ত বিষয় যা আমি আজ আলোচনা করতে চাই, এবং গনতন্ত্র এবং উন্নয়নের মত -এটা ইন্দোনেশিয়া ইতিহাসের জন্য একটি মৌলিক বিষয়।

অন্যান্য এশিয়ান জাতির মত যেগুলোকে আমি এই যাত্রায় সফর করছি, ইন্দোনেশিয়াও আধ্বাত্নিক বিষয়ের ওতপ্রোতভাবে জড়িত - একটি যায়গা যেখানে মানুষ ইশ্বরকে বিভিন্নভাবে উপাসনা করে। এই সুষ্ঠ ভিন্নতার সাথে সাথে, এটা বিশ্বে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় আবাস স্থল - এই সত্যটি আমি বালক অবস্থায় জানতে পারি যখন আমি সমগ্র জাকার্তায় এবাতদের জন্য ডাকটি শুনতে পাই।

ঠিক যে কারণে ব্যক্তিদেরকে শুধুমাত্র তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিতে সঙ্গায়িত হয় না, ইন্দোনেশিয়াকে এর মুসলমান জনগনের চাইতে অধিকভাবে সঙ্গায়িত করা হয়েছে। কিন্তু আমরা এও জানি যে যুক্তরাষ্ট্র এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে গত অনেক বছর থেকে সহিংসতার সম্পর্কের দেখা দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট হিসাবে এই সম্পর্কটিকে মেরামত করার জন্য আমি এটাকে অগ্রাধিকার হিসাবে নিয়েছি। (করতালি) সেই প্রচেষ্টারই অংশ হিসাবে গত জুনে আমি কায়রো গিয়েছিলাম, সারা বিশ্বের মুসলমান এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য নূতন সূচনার আহ্বান করেছি - যা আমাদেরকে আমাদের পার্থক্যগুলোকে পেছনে ফেলে আমাদের জন্য একটি পথ তৈরি করবে।

আমি তখন বলেছিলাম, এবং এখন আবার বলব, একটি মাত্র ভাষন কখনই বছর বছরের পুরান অবিশ্বাসকে মুছে ফেলতে পারে না। কিন্তু আমি তখনও বিশ্বাস করেছিলাম এবং এখনও বিশ্বাস করি যে আমাদের কাছে এখনও পছন্দ করার মত পথ আছে। আমরা আমাদের পার্থক্য দিয়ে সংগায়িত হতে পারি, এবং আমাদের ভবিষৎটিকে একটি অবিশ্বাস এবং সন্দেহের দিকে ঠেলে দিতে পারি। অথবা আমরা কঠিন পরিশ্রম করার পথটিও বেছে নিতে পারি যেখানে আমরা অভিন্ন স্বার্থে বার বার আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারি, এবং ধাপে ধাপে অগ্রগতির প্রচেষ্টায় নিজেদেরকে অঙ্গীকারবদ্ধ করতে পারি। এবং আমি আপনাদেরকে প্রতিজ্ঞা করতে পারি যে -যেকোন ধরণের বিপদই আসুক না কেন যুক্তরাষ্ট্র মানুষের উন্নতির জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবেই। আমরা তাই। এটাই আমরা করেছি। এবং এটাই আমরা করব।

এখন, অনেক বছর থেকেই উত্তেজনার কারনগুলোকে আমরা খুব ভালভাবেই জানি - এবং এই কারণগুলো হচ্ছে সেই কারণ যেগুলোকে আমি কায়রোতে সমাধানের জন্য বলেছিলাম। সেই ভাষণের পরে ১৭ মাস কেটে গেছে, এরমধ্যে আমরা কিছুটা অগ্রগতি লাভ করেছি, কিন্তু এখনও আমাদের অনেক কাজ করতে হবে।

আমেরিকায়, ইন্দোনেশিয়াতে, এবং সমগ্র বিশ্বে এখনও নির্দোষ মানুষ চরমপন্থীদের সহিংসতার লক্ষ্যে পরিনত হচ্ছে। আমি এটা পরিস্কারভাবে বলেছি যে, আমেরিকা ইসলামের সাথে এখনও না, এবং কখনই যুদ্ধে লিপ্ত হবে না। এর পরিবর্তে, আমাদের সবাইকে এক সাথে কাজ করতে হবে আল-কায়দা এবং তাদের সহযোগিদেরকে পরাজিত করার জন্য –যাদের কোন ধর্মেরই নেতা হওয়ার যোগ্যতা নেই -- ইসলামের মত বিশ্ব ধর্মের জন্য এটা ভাল কিছু নয়। কিন্তু যারা নিজেদেরকে গড়তে চায় তারা যেনে কিছুতেই তাদের কাছে বশ্যতা স্বীকার না করে যারা তাদেরকে ধ্বংস করতে চায়। এবং এটা আমেরিকার একার কাজ নয়। সত্যকার অর্থে, এখানে ইন্দোনেশিয়ায়, আপনারা এই চরমপন্থীদেরকে এবং এই ধরণের সহিংসতাকে নির্মূল করার ব্যাপারে অনেকটা অগ্রসর হয়েছেন।

আফগানিস্তানে, আমরা জোটভুক্ত জাতিগুলোর সাথে আফগান সরকারের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য কাজ করে যাচ্ছি যাতে তারা তাদের ভবিষ্যৎটি নিরাপদ করতে পারে। আমাদের অংশীদারিত্বের স্বার্থটি হলো যুদ্ধ বিদ্ধস্ত এই দেশে শান্তি গড়ে তোলা – এমন একটি শান্তিপূর্ন পরিবেশ যেখানে সহিংসতাকারী চরমপন্থীদের জন্য কোন অভয় নিবাস গড়ে উঠবেনা না, এবং সেটাই আফগানবাসীকে আশার আলো দেয়।

এরই মধ্যে, আমরা আমাদের একটি প্রধান অঙ্গীকারের ব্যাপারে আগ্রসর হতে পেরেছি – ইরাক যুদ্ধ বন্ধে আমাদের প্রচেষ্টা। আমার প্রসিডেন্সির আধীনে প্রায় ১০০,০০০ সৈন্য আজ ইরাক ছেড়েছে। (করতালি) ইরাকিরা তাদের নিরাপত্তার সম্পুর্ন দায়িত্ব নিয়েছে। ইরাক যখন তাদের সরকার গঠন করবে তখন আমরা সেই সরকারকে আমাদের সমর্থন দিয়ে যাব, এবং আমরা আমাদের সব সৈন্যকে দেশে ফিরিয়ে আনব।

মধ্যপ্রাচ্যে শুরুতেই আমাদেরকে দুর্ঘটনা এবং ভ্রান্তির সাথে মোকাবিলা করতে হয়েছিল, কিন্তু শান্তির প্রচেষ্টায় আমরা অটল ছিলাম। ইস্রাইল এবং পেলেস্টাইন পুনরায় সরাসরি সংলাপে শুরু করেছে, কিন্তু এখনও অসংখ্য বাধা আছে। এই ব্যাপারে কোন বিভ্রান্তি থাকলে চলবে না যে শান্তি ও নিরাপত্তা খুব সহজে এসে যাবে। কিন্তু কোন সন্দেহ রাখা চলবে না যেঃ ন্যায়, এবং সবার স্বার্থ রক্ষা হয় এরকম একটি ফলাফলের জন্য আমেরিকা কোন প্রচেষ্টাই বাকি রাখবে না – দুইটি রাষ্ট্র ইস্রাইল এবং প্যালেশটাইন, পাশাপাশি শান্তিতে এবং নিরাপত্তার সাথে বসবাস করছে, এটাই আমাদের লক্ষ্য।

সব বিষয়গুলোকে সমাধান করার জন্য বাজির পরিমানটি অনেক বেশি। আমাদের পৃথিবী যেটা ছোট হয়ে এসেছ এবং যখন ঐ শক্তিগুলো যেগুলো আমাদের সংস্পর্শে আসে তারা সুযোগগুলোকে বাধামুক্ত করে দিয়েছে এবং সম্পদ ঢেলে দিয়েছে, তারা এমনকি তাদেরকে ক্ষমতায়নও করে, যারা সমৃদ্ধিকে লাইনচ্যুত করতে চায়। বাজারে বিস্ফোরিত একটি বোমা নিত্য দিনের বাণিজ্যিক ব্যস্ততায় বাধা দিয়ে হৈচৈ শুরু করে দিতে পারে। কানে কানে ছড়ান একটি গুজব প্রকৃত সত্যকে চাপা দিয়ে দিতে পারে এবং শান্তিতে বসবাস করা সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সহিংসতা শুরু করিয়ে দিতে পারে। এই দ্রুত পরিবর্তনের যুগে দ্বন্ধের সংস্কৃতিতে, মানুষ হিসাবে আমরা যেগুলোকে ভাগাভাগি করে চলি সেগুলো কখনো কখনো হারিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে আমেরিকা এবং ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসটি আমাদেরকে আশা দিতে পারে। এটা একটি ইতিহাস যা আমাদের জাতীয় নীতিবাক্য হিসাবে লেখা হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের নীতিবাক্যটি হলো *ঈ প্লুরিবাস উনাম* – অনেকের মধ্যে একজন। *ভিমেকা টুঙ্গাল ইকা* – বিভিন্নতার মদ্ধে একতা --(করতালি) আম দুটি জাতি যারা ভিন্ন পথ পারি দিয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও আমাদের জাতি দেখায় যে কোটি কোটি মানুষ যারা ভিন্ন বিশ্বাস পোষন করে তাদেরকেও স্বাধীনভাবে এক পতাকার নিচে একতাবদ্ধ করা সম্ভব। এবং আমরা এখন গড়ে তুলছি সেই অংশীদারিত্বের মানবতা – যুবক জনগন দ্বারা, যারা একে অপরের স্কুলে পড়াশুনা করবে; নূতন

উদ্যোগিদের মাধ্যমে যারা বন্ধন গড়ার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করবে যা আমাদেরকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে; এবং মৌলিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলোকে এবং মানব উদ্দীপণাগুলোকে গ্রহণ করার মাধ্যমে।

আমি এখানে আসার পূর্বে, আমি *ইসতিকলাল মসজিদে* গিয়েছিলাম - একটি উপাসনালয়, আমি যখন জাকার্তায় ছিলাম সেটা তখনও নর্মানাধীন ছিল। এবং আমি এর বেরে উঠা মিনারের, এর গম্বুজ এবং অভ্যর্থণার স্থানটির প্রশংসা করি। কিন্তু এটার নাম এবং ইতিহাসটি ইন্দোনেশিয়া কেন মহান তাও বলে দেয়। *ইসটিকলাল* অর্থ হচ্ছে স্বতন্ত্র, এবং এর নির্মাণ কাজটি ছিল জাতির স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের জন্য পরীক্ষার একটি অংশ। এছাড়া, হাজার হাজার মুসলমানের এই উপাসনার এই ইমারতের নকশাট করেছিলেন একজন খৃষ্টান স্থপতি। (করতালি)

এরকমই ইন্দোনেশিয়ার উদ্দীপণা। এমনই হয় ইন্দোনেশিয়ার দর্শনের বার্তা, প্যানকাসিলা। (করতালি) দ্বীপপুঞ্জের ওপারে যেখানে ইশ্বরের সুন্দরতম কিছু সৃষ্টির নিদর্শন আছে, শান্তির জন্য দেয়া একটি দ্বীপ যা মহাসাগরের উপরে ভেষে উঠেছে, সেখানে মানুষ যখনই চায় তখনই তার ইশ্বরকে উপাসনা করতে পারে। ইসলাম সেখানে পরিস্ফুটিত হয়ে আছে, কন্তু সেখানে অন্যান্য বিশ্বাসগুলোর অবস্থান আছে। গণতন্ত্রের আত্নপ্রকাশের মাধ্যমে সেখানকার উন্নতি জোরদার হচ্ছে। প্রাগৈতিহাসিক ঐতিহ্যগুলো সেখানে ধৈর্যের সাথে সহ্য করা হয়, যদিও এখন সেখানে নূতন শক্তির আগমন শুরু হয়েছে।

এটা বলা যাবেনে যে ইন্দোনেশিয়া খুঁতহীন ছিল। কোন দেশই সেরকম নয়। কিন্তু এখানে আমরা জাতিগত বিভেদ, অঞ্চল এবং ধর্মকে সেতুবন্ধনে আবদ্ধ করার সক্ষমতা পেতে পারি - এটা, নিজেকে অন্য মানুষের মধ্য দেখার ক্ষমাতা মাধ্যমে। যে অন্য জাতির সন্তান হয়ে দূর দেশ এখানে এসেছিল, আমি এখানে আসার পর যে সংবর্ধনার পাই তার মধ্যে সেই উদ্দীপনা দেখতে পাইঃ *সালামাত ডেটাং*। আমার এই সফরে একজন খৃষ্টান হয়ে মসজিদে গিয়ে, আমার সফর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এরকম একজন নেতার কথার মধ্যে পাই "মুসলামানদেরকেও গীর্জায় ঢুকতে দেয়া হয়। আমরা সবাই আল্লাহ্‌র অনুসারী।

সেটাই ঐশ্বরিক শক্তির জ্বলে উঠা, যা আমাদের সবার মধ্যেই বাস করে। আমরা সন্দেহ কপটতা এবং হতাশাই দিতে পারিনা। ইন্দোনেশিয়া এবং আমেরিকার গল্পগুলো আমাদেরকে ইতিবাচক করা উচিত, কারন এটা আমাদেরকে বলে দেয় যে ইতিহাস মানুষের সমৃদ্ধির পক্ষে; একাতা, বিভক্তির চাইতে শক্তিশালী; এবং এই পৃথিবীর সকল মানুষ একসাথে শান্তিতে বসবাস করতে পারে। আমাদের এই দুই জাতি যেন বিশ্বাসের সাথে, আত্নবিশ্বাসের সাথে, গোটা মানব জাতিকে এই সত্যের অংশীদার করে এক সংগে কাজ করে যেতে পারে।

সেবাগাই, পেনুটাপ, সায়া, মেঙ্গুকাপকেন, কেপাডা, সেলুরুহ, রাকিয়াত, ইন্দোনেশিয়াঃ
টেরিমা কাসিহ এ্যাটাস। টেরিমা কাসিহ। আসসালা-মুয়ালাইকুম। আপনাদেরকে ধন্যবাদ

শেষ ১০:৩১ এঃম